রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র

dারুক কদের

ছিন্নপত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অনুপম সৃöি। কবিগুরুর এ পত্রসাহিত্য তার অপেক্ষাকৃত তরুন বয়সের রচনা। ডাইরীর আঙ্গিকে রচিত চিঠি গুলো কবি লিখেছিলেন তার ভাইজি ইন্দিরা দেবীকে ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫-এর মধ্যে। এসময় তরুন কবি জমিদারী কাজকর্ম উপলক্ষে বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের মোট ১৫৩টি চিঠি সংকলিত আছে। এর মধ্যে ৫৭টি শিলাইদহে, ২২টি শাহজাদপরে এবং ১৩টি পতিসরে থাকাকালীন রWচZ। তার জীবনের এ সময়ের চিহ্ন¸লি স্মৃতি হয়ে আজও বেঁচে আছে কুস্টিয়ার শিলাইদহে, পাবনার শাহজাদপূরে আর নাটোরের পতিসরে। ছিন্নপত্র সম্পর্কে কবি তার অনুভূতি ইন্দিরা দেবীকে জানিয়েছিলেন, ‘‘তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি, তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোন লেখায় হয়নি’’।

শিলাইদহে, শাহজাদপূরে এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পদ্মা আর যমুনার শাখা-প্রশাখা নদী বিধৌত প্লাবনভূমি এলাকায়। এ এলাকার নদী তীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও লৌকিক জীবনাচার কবি গভীর অন্তদৃস্টি দিয়ে অবলোকন করেছিলেন। পাঁচটি নদীর উল্লেখ ও তার চিত্র পাই ছিন্নপত্রেঃ পদ্মা, যমুনা, গড়াই, ইছামতী ও নাগর। শিলাইদহে ও শাহজাদপূরে কুঠীবাড়ী করা হয়েছিল নদীর ধারে। শিলাইদহে গড়াই নদীর তীরে কুঠীবাড়ীর কথা আমরা সবাই জানি। শাহজাদপূরের কুঠীবাড়ীটিরও অবস্থান ছিল করোতোয়ার এক শাখা ফুলঝোর নদীর তীরে। এটি এখন মৃত ও মূল নদী থেকে বিচ্ছন্ন।

ছিন্নপত্রে কবি পদ্মা ও ইছামতি নদীকে এভাবে দেখেছেন ,‘‘এই ছোটো খামখেয়ালী বর্ষাকালের নদীটি (ইছামতি)-এই যে দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি সারি গ্রাম-এ যেন একই কবিতার কয়েকটি লাইন, আমি বারবার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং বারবারই ভালো লাগছে। পদ্মার মতো বড়ো নদী এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্থ করে নেওয়া যায়না, আর এই কেবল ক’টি বর্ষা দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে। পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতি মানুষ ঘেঁষা নদী; তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে’’।

জমিদারী কাজ বাদে এখানে থাকাকালীন একটা বড় সময় কবি গুরু কাটিয়েছেন নদীতে বোটে ভ্রমন করে। শুধু ভ্রমন নয়, বিশ্রাম নেয়া বা লেখালাখির কাজও বোটে সারতেন। চলে যেতেন কোথাও নদীর ঘাটে জনপদের খুব কাছাকাছি, যেখানে শিশুরা জল ক্রীড়া করছে, গ্রাম্যবধূরা স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনকারী আরেক বধূকে অশ্রুজলে বিদায় জানাচ্ছে।

হয়তোবা দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশের নীচে পড়ে থাকা পদ্মার চরে নৌকা ভেড়াতেন অলস দুপুরে বা জোছনা রাতে। নদীর দু`তীরের মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার ক্ষণিক দৃশ্যাবলী ও নদীর একে দিয়ে যাওয়া প্রাকৃত জলছবি কবির হৃদয়ে বিচিত্র ভাবনার উদ্রেক করত। ছিন্নপত্রের চিঠিতে কবির এ বিচিত্র ভাবনা সুগভীর আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত শৈল্পিক উপলব্ধিতে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার নদীপ্রকৃতি নিয়ে কবির মূগ্ধতা ও নিমগ্নতা ঝরে পড়েছে একটি চিঠিতে, ''এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহন করব! আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধাবেলায়, এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর, বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোনে এমন নিশ্চিন্ত মূগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব! হয়তো আর কোন জন্মে এমন একটি সন্ধাবেলা আর কখনও ফিরে পাবনা''।

নদীমাতৃক প্রকৃতির সাথে পূর্ব বাংলার মানষের আত্মিক সম্পর্ক কবি তার অনেক ছোট গল্পে তুলে এনেছেন। কবির বেশ কটি ছোটগল্প উত্তর বঙ্গের এই পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। পোষ্টমাস্টার, ছুটি, সমাপ্তি ও অতিথির কথা বিশেষ করে বলা যায়। শাহজাদপূরের কুঠীবাড়ীর নীচ তলায় এক পোস্টঅফিস ছিল। এ পোস্টঅফিসের পোস্টমাস্টারকে নিয়ে পোস্টমাস্টার গল্পটি লিখেছিলেন কবি। অতিথি ছোটগল্পে কিশোর তারাপদ সত্যি অর্থে প্রকৃতির সন্তান। সে যেন নদীর স্রোতের সাথে ভেসে জনপদ থেকে জনপদে অতিথি হয়ে আসে, কোথাও থিতু হয়ে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারপরে আবার নদীর পথে পথে প্রকৃতির টানে বেড়িয়ে পড়ে। সমাপ্তি ছোটগল্পের প্রকৃতি কন্যা মৃন্ময়ীর কথা মনে পড়ে? যে সারাদিন নদীর তীরে চরে এক দঙ্গল কিশোর কিশোরী নিয়ে দূরন্তপনা করে বেড়াত। বা ছুটির ফটিক - যে তার নদীমাতৃক বাংলা গাঁ আর স্নেহময়ী মার কোল ছাড়া হয়ে ভালবাসাহীন কোলকাতা শহরে জলবিহীন তর"লতার মত অনাদরে শুকিয়ে ঝরে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রভক্তদের জন্য ছিন্নপত্র পড়া অত্যাবশক। এতে নদীপ্রাকৃত বাংলার যে চিত্র কবির ভাবনা আর উপলব্ধিতে প্রকাশ পেয়েছে, তা সবাইকে আপ্লুত ও মুগ্ধ করবে, যেমন কবিকে করেছিল। কবির উপলব্ধির সাথে নিজের চোখের দেখা মিলিয়ে দেখলে মনে হবে, এ নদীমাতৃক গ্রামবাংলা আমার একান্ত আপন। এর সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক তলিয়ে দেখতে বার বারই কবিগূর"র কাছে ফিরে আসতে হবে।